মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৭২ বর্ষঃ ৯ম ফেব্রুয়ারী ২০১৪

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

২৩/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন** এম পি।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন** এম পি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় **জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ** ও অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক **জনাব মোঃ আমীর হোসেন,** সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান**। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল এবং উপাঞ্চলিক হতে আগত সকল স্তরের কর্মকর্তাগণ। মহাপরিচালক মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যের পর অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর একটি সচিত্র প্রতিবেদন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন এবং অধিদপ্তরের কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আবু তালেব। মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব নেয়ার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিটি সংস্থা পরিদর্শন করেন এবং সংস্থা প্রধানদের সাথে মতবিনিময় করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পরিদর্শন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সমাজে মাদকের ভয়াবহতা প্রকট আকার ধারণ করছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আপনাদেরকে মাদক নিয়ন্ত্রণে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে এবং বড় বড় গডফাদারদেরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। আশা করি আপনারা সেটি করে প্রমান করবেন। তিনি আরো বলেন সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার আমরা করবো। গত কয়েকদিন যে ভাবে তেজগাঁও এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে একই ভাবে ঢাকা শহরের প্রতিটি স্থানে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন প্রতিটি সংস্থার কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে । সেই সমস্যার কথা না ভেবে যেটুকু আছে তা দিয়েই আপনারা মাদক নিয়ন্ত্রণে জোরালো ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট থাকবেন। আলোচনাশেষে প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়কে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট প্রদান করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। অত্র অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে মতবিনিময় সভা শেষ হয়। সভাশেষে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয় কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ।

মহাপরিচালক মহোদয়ের চট্টগ্রাম ও টেকনাফ পরিদর্শন

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব **মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান** গত ০১/০২/২০১৪ থেকে ০৬/০২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ইয়াবা বাংলাদেশের সর্বাধিক অপব্যবহৃত মাদকদ্রব্য আর এই ইয়াবা পাচারের প্রধান রুট টেকনাফ সীমান্ত। টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা বাংলাদেশে প্রবেশ করে চট্টগ্রাম হয়ে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পরছে এর ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে মহাপরিচালক মহোদয় চট্টগ্রাম এবং টেকনাফ পরিদর্শক করেন এবং তিনি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি ইয়াবা চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। একই সাথে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্টগার্ড ও আনসারসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে অভিযান পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব খুশী মোহন বিশ্বাস এর জন্ম তারিখ ১৪/০১/৫৫ খ্রিঃ অনুযায়ী ১৪/০১/১৪ তারিখে তাঁর বয়স ৫৯(উনষাট) বৎসর পূর্ন হওয়ায় Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2011 এর ২ নং ধারা অনুযায়ী ১৪/০১/১৪ হতে ১৩/০১/১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বৎসর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

জানুয়ারী ২০১৪ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পারমাণ
০১/০১/১৪	ঢাকা	০২	ইয়াবা-১৬০০ পিস
০৫/০১/১৪	খুলনা	০২	হেরোইন-১০০ গ্রাম
০৭/০১/১৪	ঢাকা	০২	গাজাও৪২ কেজি
১৩/০১/১৪	ফরিদপুর	০১	ডি/এস-২০০ লিটার
১৪/০১/১৪	ঢাকা মেট্রোঃ	০১	বুপ্রেনরফিন ইনঃ ১৫০০ এ্যাম্পুল
২২/০১/১৪	ফরিদপুর	০১	ইয়াবাও ৩,৬০০ পিস

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্ট গার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। জানুয়ারী'১৪ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের /সংস্থা নাম	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
	নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা অঞ্চল	১৬৫	১৬৫	--	১৬৫	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৭৪	৭৪	--	৭৪	--
রাজশাহী অঞ্চল	১৪৮	১৪৮	--	১৪৮	--
খুলনা অঞ্চল	১২০	১২০	--	১২০	--
বাংলাদেশ পুলিশ	১৮৪৩	১৮৪০	০৩	১৮৪৩	--
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	০১	০১	--	০১	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	০২	০২	--	০২	--
অন্যান্য সংস্থা	--	--	--	--	--
মোট =	২৩৫৩	২৩৫০	০৩	২৩৫৩	--

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসের সাথে ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	জানুয়ারী ২০১৩	জানুয়ারী ২০১৪
১।	ঢাকা অঞ্চল	৮৯,১০,৪৪৮/-	৮১,৬৩,৪০৯/-
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮৭,৫৮,১০৮/-	৭৬,৭৫,৭৫৮/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	৩,৩৭,৯৯,১৯৮/৪৬	২,৯১,৪৪,৮২৪/৬২
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৮০,৮১,১২০/-	৭৩,০০,১১০/-
	মোট	৫,৯৫,৪৮,৮৭৫/৪৬	৫,২২,৮৪,১০১/৬২

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (জানুয়ারী'১৪)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৯২	১৯৬	২৪	২৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬১	৭৩	০২	০৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৫৫	৫৭	০৯	০৯
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২৪	২৮	০০	০০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৮	২০	০২	০২
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১৪	১৫	০২	০৪
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩১	৩৩	০১	০১
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	১৩	০০	০০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫০	৫০	০৩	০৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৬	১৪	০০	০০
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৯	২৭	০০	০০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৭	১৯	০১	০১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০৩	০৩	০০	০০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০২	০০	০০	০০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০৮	০৮	০০	০০
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৫১	৫৪	০৪	০৪
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৪২	৪০	০১	০১
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	২১	২৪	০১	০১
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১১	১০	০০	০০
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৭	০৮	০০	০০
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	১০৪	১১৭	০০	০০
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪৬	৪৬	০৩	০৩
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২৮	৩০	০০	০০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৫৭	৬১	০১	০১
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২৪	২২	০০	০০
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০০	০০	০১	০১
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০৬	০৬	০০	০০
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০৫	০৭	০০	০০
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০২	০২	০০	০০
সর্বমোটঃ		৯৩৬	৯৮৩	৫৫	৫৮

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

জানুয়ারী ২০১৪ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে জানুয়ারী ২০১৪ মাসে খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে সবচেয়ে কম মামলা রুজু হয়েছে। জানুয়ারী ২০১৪ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ১৯২ টি মামলা রুজু করে ১৯৬ জনকে আসামী করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কম মামলা রুজু করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। অপরদিকে গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালকগণ জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুযায়ী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪ জানুয়ারী
গাঠত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২২	৬৩৪	১১ টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

ফরিদপুর উপপ্তঅঞ্চলে ২২/০১/১৪ তারিখ ৩৬৩০পিস ইয়াবাসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২/০১/২০১৪ তারিখ ভোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপপ্তঅঞ্চলাধীন ফরিদপুর সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার উগলাডাংগী সদরদী গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটককৃত আসামীর নিজ দখলীয় বসতঘরের প্রথম কক্ষে রক্ষিত স্টীলের আলমারীর ড্রয়ারের ভিতর থেকে ৩,৬৩০ পিস ইয়াবাসহ (১) মোঃ আজাদ শিকদার (৪০), পিতাপ্তমৃত আব্দুল ওহাব, গ্রামপ্তউগলাডাংগী সদরদী, থানাপ্তভাঙ্গা, জেলাপ্ত ফরিদপুর'কে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে ভাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ফরিদপুর সদর রেঞ্জের তত্ত্বাবধায়ক জনাব নকুল চন্দ্র নন্দী মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১৮/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকাপ্তমেট্রোতে ১৪/০১/১৪ তারিখ ১৫০০ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফিন ইনঃসহ ০১ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৪/০১/২০১৪ তারিখ সকাল ৭.০০-৮.০০ ঘটিকার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপপ্তঅঞ্চলের সহকারী পরিচালক (দক্ষিণ) এবং কোতয়ালী সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম গেন্ডারিয়া থানাধীন ৬৬/১, সতিশ সরকার রোডস্থ বরইতলা মাজার জামে মসজিদের সামনে রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে ১৫০০ এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফিন ইনজেকশসহ আসামী (১) আনজুআরা (৪৮)কে গ্রেফতার করেন। আটককৃত আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় উল্লিখিত বুপ্রেনরফিন ইনজেকশনগুলো বিভিন্ন পার্টির মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্ত দিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসতেন। উদ্ধারকৃত আলামতের মূল্য ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। এ বিষয়ে গেন্ডারিয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কোতয়ালী সার্কেলের উপপ্তপরিদর্শক জনাব মোঃ এমদাদুল হক খান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ২৩/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

খুলনা উপপ্তঅঞ্চলে ০৫/০১/১৪ তারিখ ১০০ গ্রাম হেরোইনসহ ০২ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৫/০১/২০১৪ তারিখ ১৫.৩০ ঘটিকার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, খুলনা উপপ্তঅঞ্চলের মংলা সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম ফকিরহাট থানাধীন খাজুরা গ্রামস্থ খুলনা মংলা মহাসড়কে যাত্রীবাহি তিনচাকা বিশিষ্ট টেম্পু গাড়ী তল্লাশী করে ১নং আসামী আজিম শেখ ওরফে আজিম মেম্বার (৪৫), পিতাপ্তমৃত আঃ জব্বার শেখ এর পরিহীত লুঙ্গির কোচে রাখা পলিথিনের প্যাকেটে মোড়ানো ৫০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করেন এবং ২নং আসামী মোছাঃ মোরশাদ বেগম (২৮), স্বামী-রুবেল আকন এর পরিহীত ডান পায়ে পরা চামড়ার সেন্ডেলের পিছনের খুঁড়ার ভিতরে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় পলিথিনের প্যাকেটে মোড়ানো ৫০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করেন। সর্বমোট ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার ও জব্দ করেন। আসামী দ্বয়ের সর্ব সাংপ্ত শ্যামবাগাত, থানাপ্ত ফকিরহাট, জেলাপ্তবাগেরহাট। এ বিষয়ে ফকিরহাট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মংলা সার্কেলের পরিদর্শক জনাব এস এম জাফরুল আলম মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ০৩/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকা উপপ্তঅঞ্চলে ০১/০১/১৪ তারিখ ১৬০০ পিস ইয়াবাসহ ০২ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০১/০১/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা উপপ্তঅঞ্চলের গাজীপুর সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সাভারের হেমায়েতপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১৬০০ পিস ইয়াবাসহ আসামী (১) নূর মোহাম্মদ (৩২), পিতাপ্তমৃত কালু মিয়া, গ্রামপ্তফুলের দেইন, উপজেলাপ্তটেকনাফ, জেলাপ্তকক্সবাজার ও (২) আসমা আক্তার (২৫), স্বামী মোঃ নুর মোহাম্মদ, গ্রামপ্তফুলের দেইন, উপজেলাপ্তটেকনাফ, জেলাপ্তকক্সবাজার আসামীদ্বয়কে গ্রেফতার করেন। আটককৃত আসামীগণ স্বামী-স্ত্রী। এ বিষয়ে সাভার মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ঢাকা সার্কেলের পরিদর্শক শাহরিয়া শারমিন মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ০২/০২/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকা উপপ্তঅঞ্চলে ০৭/০১/১৪ তারিখ ৪২ কেজি গাঁজাসহ ০২ জন গ্রেফতার

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৭/০১/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা উপপ্তঅঞ্চলের গাজীপুর সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের বেলদিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৪২ কেজি গাঁজাসহ মা ও মেয়েকে আটক করেন। আটককৃত আসামীরা হলেন মা (১) লিমা আক্তার (২৫), স্বামী আঃ রশিদ খান, গ্রামপ্ত বেলদিয়া, থানাপ্তশ্রীপুর, জেলাপ্ত গাজীপুর ও মেয়ে (২) সোনিয়া আক্তার(২৩) কে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে শ্রীপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। গাজীপুর সার্কেলের উপপ্তপরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম ভূঞা মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ জানুয়ারী'১৪ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পারমাণ
হেরোইন	--	--	২.৫৮১ কেজি
গাজা	--	--	২,০৫৭.৬৩৯ কেজি
গাজা গাছ	--	--	২৪ টি
অবৈধ চোলাই মদ	--	--	১,৫৭৯.৭ লিটার
দেশী মদ	--	--	৫,৬৫৯ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	০১ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	২৪,১৩৩ বোতল
বিয়ার	--	--	১০,৫৯৩ ক্যান,১১১ বোঃ
রেক্টিফাইড স্পিরিট	--	--	৪৩.৩৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	--	--	১,২৭৫.৬ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	--	--	৪৩,২৫১ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনাসাডল)	--	--	১৬.৩ লিটার
তাড়ী (টোডি)	--	--	১,১৬৯ লিটার
পচুই	--	--	৪২১ লিটার
কোকেন	--	--	০.০৬ কেজি
বুপ্রেনরাফিন(টিডি জোসিক ইনঃ)	--	--	৩,১৬২ এ্যাম্পুল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	--	--	২৭,৬৭৯ লিটার
বাখার/ ড্রাগ ট্যাবলেট	--	--	০.৫ কেজি/০৩টি
মুল	--	--	২৫০ পিস
দেশী মদ/এ্যালকোহল	--	--	৮৯ বোতল/০১ লিটার
ইয়াবা ট্যাবলেট	--	--	২,৫১,২১৫ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	--	--	১০ বোতল
নগদ অর্থ	--	--	৩১,১৫০ টাকা
ডায়াজিপাম/আইকনএক্সাপ	--	--	৫৯ টি/৮৬ বোতল
মোবাইল সেট	--	--	০৬ টি
হেরোইন/গাজা(পুরিয়া)	--	--	৬৭৭ টি/৭৪৬ টি
প্রাইভেট কার/মোটর সাইকেল	--	--	০১ টি/০২ টি
অপিয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	--	--	৩০৫ বোতল
বুপ্রেনরাফিন(বনোজোসিক ইনঃ)	--	--	২৬,২৭১ এ্যাম্পুল
এনাজি ড্রিংক্স (ইত্যাদি)	--	--	৫৮৪ বোতল
লুপজোসিক ইনজেকশন	--	--	১,৬৪৮ এ্যাম্পুল
পিস্তল	--	--	০২ টি
রিক্সাভ্যান/ সিএনজি	--	--	০১ টি/০৩ টি
মোটঃ	**৩,১২২**	**৩,৬৪৮**	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং জানুয়ারী'১৩ মাসের সাথে জানুয়ারী'১৪ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	জানুয়ারী'১৩	জানুয়ারী'১৪
ঢলুহন	১২,৭৬৮.৫০মেঃটনঃ	৮৫.০২৫ মেঃটনঃ	৩৫৬.০৯১মেঃটনঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটনঃ	২৬৮.৮০০মেঃটনঃ	৩৬৩.৩৬ মেঃটনঃ
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটনঃ	১২.৮০ মেঃটনঃ	১৩.০৬ মেঃটনঃ
মিথাইল হ্যাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটনঃ	৪০.৪২৫ মেঃটনঃ	৫৬.৯৯১৮মেঃটনঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটনঃ	৪০.০০ মেঃটনঃ	১৮৫.০০ মেঃটনঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৪,৭৯৫ কেজি	-	২৩২১ কেজি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
অক্টোবর'১৩	৯০২	৪৭২	৪৮২	৩,৩৫,০০০/-
নভেম্বর'১৩	৭৫৫	৪৫০	৪৭৪	২,৬৪,৬০০/-
ডিসেম্বর'১৩	৭৯১	৪১৪	৪২৭	২,৮৩,১০০/-
জানুয়ারী'১৪	১০০৪	৫৬৫	৫৭৪	৪,১৯,৮৫০/-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জানুয়ারী ২০১৪ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	জানুয়ারী '১৪
মাদকাবরোধী আলোচনা সভা	৪৩৩ টি স্থানে
মাইকিং কর্মসূচী	০৬ টি স্থানে
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	৬৪ টি স্থানে
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	২১ টি স্থানে
ফিল্ম প্রদর্শন	০৩ টি স্থানে
উপজেলা পরিষদ	০৪ টি স্থানে
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০১ টি স্থানে
এনজিও প্রতিষ্ঠান	০১ টি স্থানে

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জানুয়ারী'১৪ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতাল সমূহে ৭০৬ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। জানুয়ারী'১৪ মাসে নিরাময় কেন্দ্র/হাসপাতাল ভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩১	১০৫	১৩৬	৭১	৬৫
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০১	০১	০২	০২	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০২	০৩	০৫	০৫	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১১	২৬৯	২৮০	১৪৬	১৩৪
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১৪৪	৭৮	২২২	১৪৪	৭৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	০৫	৫৬	৬১	৩৯	২২
মোট =	১৯৪	৫১২	৭০৬	৪০৭	২৯৯

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

জানুয়ারী ২০১৪ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-১১.৭৬%, হেরোইন-২৩.৫২%, গাঁজা-৪৮.৫২%,ইনজেকশন-১৯.৮৫%, ইয়াবা-২১.৩২%,মদ-০.৭৩%, ড্যান্ডি-নাই, পলিড্রাগস-৯.৫৫%, সিরাপগু০.৭৩% । (কোন কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে) । (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ফোন ঃ ৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স-৮৮৭০০১০, ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd